

# ইউএন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গুঁটিকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার

কৌশলিক: গম্বীক কৌশল

## উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গুঁটিকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার

১০ মে ২০২১, ঢাকা, ২০২১ সালে গম্বীক কৌশল (গম্বীক) প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গুঁটিকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০৭ জুন, ২০২১ খ্রি. থেকে ০৭ মে, ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত। প্রকল্পটি বিষমুক্ত গুঁটিকি উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তি ও ফিশ ড্রায়ার প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুঁটিকি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

**কৌশলিক উদ্দেশ্য:** -

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এসইপি প্রকল্পের আওতায় বিষমুক্ত গুঁটিকি উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তি ও ফিশ ড্রায়ার প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পের কর্ম এলাকায় নিরাপদ গুঁটিকি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গুঁটিকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০৭ জুন, ২০২১ খ্রি. থেকে ০৭ মে, ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত। প্রকল্পটি বিষমুক্ত গুঁটিকি উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তি ও ফিশ ড্রায়ার প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুঁটিকি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

### গম্বীক কৌশল (গম্বীক) কৌশলিক উদ্দেশ্য



গম্বীক কৌশলিক উদ্দেশ্য  
ছবিমালা: ত্রি-বর্ষিক ০১ ডিসেম্বর ২০২১

এসইপি (সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট) প্রকল্প ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থায়নে, পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় এবং কোস্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জৈব প্রযুক্তি ও ফিশ ড্রায়ার প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পের কর্ম এলাকায় নিরাপদ ও বিষমুক্ত গুঁটিকি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গুঁটিকি মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রসার প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০৭ জুন, ২০২১ খ্রি. থেকে ০৭ মে, ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্প বিষমুক্ত গুঁটিকি উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে গুঁটিকি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো জৈব প্রযুক্তিতে নিরাপদ গুঁটিকি উৎপাদন, গুঁটিকি বাজারজাতকরণ এবং গুঁটিকি উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান।

এমতাবস্থায়, সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) তাদের নিজস্ব ফেসবুক পেইজের গোড়াপত্তন করেছে। সারা বিশ্বের মানুষ বর্তমানে এই অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে এসইপি গুঁটিকি প্রকল্পের কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন আয়োজন সম্পর্কে জানতে পারবে। উক্ত ফেসবুক পেইজটি প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানানোর পাশাপাশি অনলাইনের মাধ্যমে গুঁটিকি বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়াটিও চালু করেছে। এখন মানুষ ঘরে বসেই তাদের পছন্দের প্রয়োজনীয় গুঁটিকি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং কেনা-বেচা করতে পারবে।

Re chib e'eni Krix i UK D'ar i v i b i c i e  
UK Drcv tbi Rb i t k i t i m n t h i M Z i q  
e'iem i q k m i U i t k k b c r t e b



tRj v grm" fetb weRtbm m i U i t k k b t m i g b i

ছবিয়াল: তুষ্ বণিক

২০ ডিসেম্বর ২০২১

GmBic 0GbFvqi btgU Krc0 D3 c0ti i  
ArLZvq ibi i KgGj vKvq 10 U UDel t q j i t c b  
Kti t Q



GmBic GbFvqi btgU Krc0 D3 c0ti i  
ArLZvq ibi i KgGj vKvq 10 U UDel t q j i t c b

ছবিয়াল: তুষ্ বণিক

২৬ ডিসেম্বর ২০২১

নাজিরারটেক ও চৌফলদুর্গার গুঁটিক উদ্যোক্তারা বছরের বিভিন্ন সময়ে পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ গুঁটিক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত নানা রকম প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এসমস্ত প্রশিক্ষণ থেকে জ্ঞানলাভ করে এখন তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গুঁটিক পৌঁছে দিতে সক্ষম। এছাড়াও, এসব প্রশিক্ষণ তাদেরকে নিরাপদ গুঁটিক উৎপাদনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে যা কল্পবাজারকে দেশের বৃহত্তম গুঁটিকক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে।

সম্প্রতি, ২০ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে জেলা মৎস্য ভবনে ৩০ জন গুঁটিক উদ্যোক্তা এবং ০২ জন সম্মানিত অতিথির আমন্ত্রণে ব্যবসায়িক সার্টিফিকেশন সংক্রান্ত সেমিনার আয়োজিত হয়েছে। উক্ত সেমিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, এস. এম. খালেকুজ্জামান, এবং উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা, তারাপদ চৌহান। উভয় অতিথির মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে নিরাপদ গুঁটিক প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের উপকারিতা। তারা উদ্যোক্তাদের এই বলে সতর্ক করেন যে, নিকটবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার বিষমুক্ত গুঁটিক বাজারজাতকরণ বন্ধ করে দিবেন; পাশাপাশি, যাদের কাছে নিরাপদ গুঁটিক উৎপাদনের লাইসেন্স থাকবে শুধুমাত্র তাই গুঁটিক বাজারজাত করতে পারবে। সর্বোপরি, নিরাপদ গুঁটিক উৎপাদনের সার্টিফিকেশন সংগ্রহ করে নিজ দেশের পাশাপাশি বিদেশেও উদ্যোক্তারা গুঁটিক বাজারজাত করতে পারবে।

এসইপি এনভায়রনমেন্ট ক্লাব প্রতিনিয়ত নানাবিধ উন্নয়নমূলক উদ্যোগ ও সেবাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করছে। এসইপি প্রকল্পের উদ্যোগে কর্মএলাকায় বিভিন্ন জনসেবামূলক প্রশিক্ষণ, সভা ও স্থাপনার মাধ্যমে তাদের পরিসরের ব্যাপ্তি ঘটছে। সম্প্রতি, উক্ত এনভায়রনমেন্ট ক্লাব নাজিরারটেকে ০৬ টি, চৌফলদুর্গাতে ০৩ টি, এবং খুরসকুল রাস্তার মাথায় ০১ টি সহ মোট ১০ টি টিউবওয়েল স্থাপন করেছে। ১০ জন উদ্যোক্তা কমিউনিটি ভিত্তিতে এই অনুদান পেয়েছেন, এবং তারা এই অনুদান সকলের সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

নাজিরারটেক ও চৌফলদুর্গার মানুষেরা অনেকদিন যাবত একটি টিউবওয়েল পাওয়ার প্রত্যাশা করছিলেন। এসইপি প্রকল্প নিরাপদ গুঁটিক উৎপাদনের লক্ষ্যে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করেছে। উক্ত প্রকল্প কর্মএলাকার জনগণের সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য আরো অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রয়োজনে: -

মো: সাখীল তালুকদার

এসইপি প্রজেক্ট ম্যানেজার

মোবাইল: ০১৩১৩-৭৯৮৯১৪